সাট্‌সা বুলেটিন

৮ম বর্ষ • ৩২ তম সংখ্যা • অক্টোবর, ২০১৮

সম্পাদকীয়...

রাজ্য কৃষি দপ্তরে নক্ষত্র পতন। রাজ্য কৃষি দপ্তরের অন্যতম প্রধান মুখ যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ) ডঃ রাজেশ সিং-এর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ, আমরা হারালাম সাট্‌সার এক একনিষ্ঠ কর্মীকে।

রাজেশদাকে হারিয়ে আমরা গভীর গহনে, এমন আকস্মিকতা ভাবার অতীত। কোন চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে দেবী বোধনের প্রাক্‌কালে অমৃতলোকে চলে গেলেন রাজেশ সিং। যার কাঁধে ছিল গুরু দায়িত্ব ও বিশাল চাপ। নিজেই সেটা সহাস্যে বয়ে বেড়াতেন। নেতৃত্ব দিতেন সামনে থেকে। কৃষি উন্নয়নের গতিকে সচল রাখায় তিনি ছিলেন চালকের ভূমিকায়। অফিসে ও মাঠে সমান দক্ষতায় সরকারী দায়িত্ব পালনে ছিলেন পারদর্শী। দায়বদ্ধতা কাকে বলে তার অনন্য নজির হলেন রাজেশদা। নিজের শরীরের কথা ছিল তার কাছে তুচ্ছ। রাজ্যের কৃষি উন্নয়নে ও সরকারী প্রকল্পগুলো রূপায়ণে এমন দায়িত্বশীল সরকারী আধিকারিক খুব কমই দেখা যায়। আমাদের ও রাজ্যের কৃষকদের দুর্ভাগ্য অকালে তাকে হারালাম আমরা। তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও শান্তি কামনা রইল।

সম্প্রতি IPCC-র প্রকাশিত রিপোর্টে - বিশ্ব উষ্ণায়নে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫°C বৃদ্ধি চরম বির্পযয় ডেকে আনছে দ্রুততায়। সাট্‌সা বিগত কয়েক বছর ধরেই নানা প্রকল্প ও সেমিনারের মাধ্যমে এই বির্পযয় মোকাবিলার উপায়ের দিশা দেখানোর চেষ্টা করে চলেছে। প্রাকৃতিক বির্পযয়ের আঁচ সবচাইতে বেশী পড়ছে কৃষিতে। খরা, বন্যা ও ঝড় -ঝঞ্ঝায় প্রতি বছরেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষকরা। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা দিশহারা হয়ে পড়ছেন। রাজ্য সরকার এই বির্পযয়ে কৃষকদের পাশে থেকে তাদের টিকে থাকায় সাহায্য করছেন। আর এ ব্যাপারে সাট্‌সা সর্বোতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কেরলের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে সাট্‌সা ১০ লক্ষ টাকা ত্রাণ তহবিলে দান করে সহানুভূতি ও দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এবার খারিফ খন্দে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় স্বল্প বৃষ্টিজনিত কারণে ধানের শেষ দশায় জলাভাব দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষি দপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কৃষকদের সাহায্যে নেমে পড়েছে। সেচের ব্যবস্থায় যতটা সম্ভব ফসল বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। সাট্‌সার সদস্যরা একাজে সমানভাবে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

কৃষকের সমস্যার তো শেষ নাই। বিগত ২০ বছরে দেশে তিন লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের উন্নয়নে এম. এস. স্বামীনাথন কমিশনের রির্পোট সাড়ে চার বছরেও কার্যকরী করেন নি। বিশ্ব ব্যাংকের রির্পোট বলছে ভারতে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনী আরো ধনী, গরিব আরো গরিব হচ্ছে। কৃষক বিদ্রোহের পর কেন্দ্রের নূন্যতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি কৃষকদের কতটা উপকারে আসবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ এক শাসন কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

কৃষি দপ্তরের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পদাধীকারিদের দপ্তরের দৈনন্দিন কার্যকলাপ থেকে নিজেদের নিস্পৃহ রাখার প্রবণতাকে সাট্‌সা কৃষি উন্নয়নের পরিপন্থী মনে করে। আধিকারিকদের পদোন্নতি, বদলীর ফাইল সহ অন্যান্য নীতিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনক সময় বহে যাচ্ছে। সাট্‌সার সদস্যরা যখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কৃষি উন্নয়নে সামিল তখন তাদের প্রয়োজনীয় কাজেও তারা গতিময়তা আশা করে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭-১৮ বর্ষের পঞ্চম সভার প্রতিবেদন

গত ২৮শে ও ২৯শে জুলাই ২০১৮ তারিখে 'সাট্‌সা ভবনে' অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭ ও ২০১৮ বর্ষের পঞ্চম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা।

শ্রী মুরারী যাদব, সভাপতি, সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গ উপস্থিত সকলকে গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই সংগঠনের সাম্মানিক সদস্য ঁঅরূপ পালের মৃত্যুতে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়।

সভাপতি সকল সদস্যদের কাছ থেকে সংগঠনের কাজে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ আশা করেন। তিনি কৃষি দপ্তরের তরফে বিভিন্ন প্রকল্পগুলির (মূলতঃ রাজ্য প্রকল্প) অনুমোদন সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রিতার উল্লেখ করে বলেন যে, এই ধরনের কৃষক স্বার্থ বিরোধী অবস্থা নিশ্চয়ই রাজ্যের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের হস্তক্ষেপে শীঘ্রই পরিবর্তন হবে। তিনি অন্যান্য কর্মচারী সংগঠনের কিছু সদস্যের কৃষি অধিকারের পরিপন্থী কার্যকলাপেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সহ-সভাপতি শ্রী তপন কুমার দাস, কৃষি দপ্তরের কিছু প্রশাসনিক আধিকারিকের কার্যকলাপের বিষয়ে আলোকপাত করে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে উদ্ভুত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কিছু সদস্য এখনও সংগঠনের বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

সহ-সভাপতি শ্রী মৃদুল সাহা, সংগঠনকে প্রায় নির্ভূল গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশের মত গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত সূচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানান।

সহ-সভাপতি শ্রী কমল ভৌমিক সকল সদস্যদের প্রতি, হৃদয় দিয়ে সংগঠনের কাজ করার আহ্বান জানান।

এরপর সকল উপস্থিত সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ। তিনি সকল প্রকার সরকারী কাজের যথাযথ তথ্যপ্রমাণাদি সংরক্ষণের উপর জোর দেন। প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে দপ্তরের ঢিলেমির বিষয়ে তিনি ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন এমত অবস্থায় সদস্যদের মধ্যে একতা অত্যন্ত জরুরী, সকল কৃষি আধিকারিকদের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশই সম্পূর্ণ কৃষি কৃত্যকের স্বার্থরক্ষা করতে পারে। তিনি নবীন সদস্যদের মধ্যে থেকে যারা কার্যকরী তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর তিনি কিছু সাম্প্রতিক তথ্য সভায় পেশ করেন, যথা—১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দীঘার 'সাট্‌সা হলিডে হোমে'র নবীকরণ করা হয়েছে এবং বুকিং-এর সময় প্রদেয় টাকা অফেরৎযোগ্য করার বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেন।

কৃষি রবি ২০১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি জানান এ বছরে রাজ্যকে চারটি জোনে (উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম) বিভক্ত করে, প্রতিটি জোন থেকে একটি করে কৃষি কর্মের সঙ্গে জড়িত সংস্থা/দল/গোষ্ঠীকে নির্বাচিত করে আসন্ন দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভাতে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। জোন ভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত একটি কমিটির তদারকিতে সম্পন্ন হবে এবং এ সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপ কমিটির পক্ষে জেলাগুলিকে অবহিত করা হবে।

তিনি জেলা সম্পাদকদের, জেলার দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার সময়সূচী চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেন। আলিপুরদুয়ার এর নতুন জেলা কমিটি তৈরী করার উল্লেখ তিনি করেন। কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার পৃথক জেলা কমিটি গঠনের জন্য সাট্‌সা সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিতবর্তনের প্রস্তাবও আসন্ন BGM-এ উত্থাপন করা জরুরী বলে তিনি জানান।

তিনি গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং এই গ্রেডেশন তালিকার একটি মুদ্রিত সংস্করণও সকল সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব তিনি রাখেন।

কোর্ট কেস সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন ও সংগঠনের স্বপক্ষেই রায় হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন, অন্যথায় High Court পর্যন্ত যাওয়া উচিৎ বলে তিনি জানান। দপ্তরের কিছু আধিকারিকদের অস্বচ্ছ চিন্তা ভাবনার ফলে 'Mobile Support Scheme'-এ জ্বালানীর খরচ না ধরেই অর্থ দপ্তরে ফাইল পাঠানোর তিনি সমালোচনা করেন।

সম্প্রতি রাজ্য বীজ নিগমের District Manager পদে যোগ দেওয়া ৯ জন সদস্য সেই সব সংশ্লিষ্ট জেলারই সদস্যপদ গ্রহণ করবেন এবং এ বিষয়ে নির্দিষ্ট আদেশনামা না বেরোনো পর্যন্ত তাদের সার্ভিস বই সর্বশেষ উপকৃষি অধিকর্তার কাছেই গচ্ছিত থাকবে বলে তিনি সভাকে জানান।

কর্মীর অভাব সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি জানান সংগঠনের তরফে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর কাছে, BDO অফিসে AAEO পদে কর্মরত আধিকারিকদের অবিলম্বে কৃষি বিভাগে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের প্রসারে কোচবিহার জেলার সদস্য শ্রী রজত চ্যাটার্জী-এর কাজের প্রশংসা করে তিনি সমস্ত জেলা সম্পাদকদের এ বিষয়ে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেন।

পরিশেষে প্রশাসনিক মহকুমার সমসংখ্যক কৃষি মহকুমা গঠনের বিষয়ে সংগঠনের নিরলস প্রচেষ্টার কথা আলোচনা করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন), জেলা শাখাগুলি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার অব্যবহিত পরেই জেলা ও মহকুমা স্তরের সভাগুলি করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। বর্তমান জেলা নেতৃত্বকেই নবীন সদস্যদের মধ্যে থেকে গুণসম্পন্ন নবীন নেতৃত্বকে বেছে নেবার দায়িত্ব নিতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি 'কৃষি রবি' নির্বচান সংক্রান্ত পদ্ধতিটি বিশদে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও পরবর্তী BGM-এ প্রকাশিত হতে চলা 'Annual Technical Issue'-এর কিছু প্রস্তাবিত থিম নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। সাধারণ সদস্যদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লেখার বিষয়ে অনাগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অনেক সদস্য এই পত্রিকাটি সঠিকভাবে পাঠ করেন না, সেক্ষেত্রে পত্রিকাটির মুদ্রিত সংস্করণের বদলে অনলাইন সংস্করণ সংগঠনের ওয়েব সাইটে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও সংগঠনের ওয়েবসাইট-এর 'মেম্বার সার্চ' বিভাগটিও আরও উন্নত করা হবে বলে সভাকে জানান।

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

বাড়িয়ে দাও তোমার হাত

গত আগষ্ট মাসে ঘটে যাওয়া শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম বন্যায় কেরলের দূর্গত মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল আমাদের প্রিয় সংগঠন 'সাট্‌সা'। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এই উদ্দেশ্যে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সাট্‌সার সকল সদস্যবৃন্দের দেওয়া আর্থিক সহায়তায় এই উদ্যোগ সম্ভব হয়েছে।

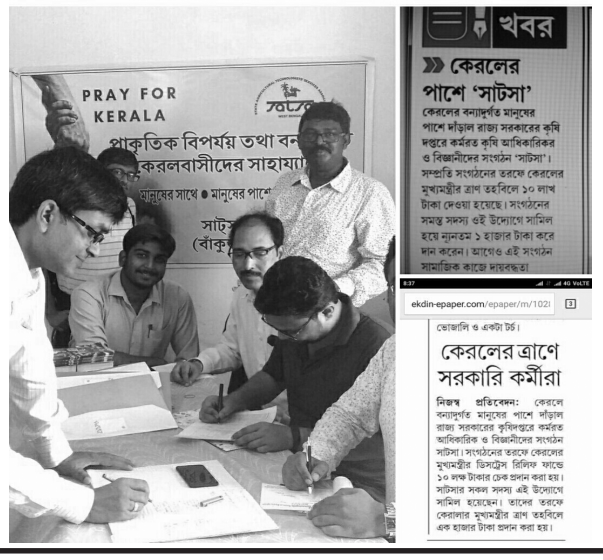

No race can prosper till it learns there is as much dignity in tilling a field as in writing a poem. --Booker T. Washington

সন্দেশ এক নজরে—

১) গত ১৬ই আগষ্ট ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হল চার জন WBAS (Admn.) আধিকারিকের সহ কৃষি অধিকর্তা থেকে উপ কৃষি অধিকর্তা পদে নিয়োগের আদেশনামা।

২) গত ১২ই জুলাই ২০১৮ তারিখে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হল সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) আলিপুরদুয়ার -এর কার্যালয় বহাল রাখার প্রয়োজনীয় আদেশনামা।

৩) একজন উপকৃষি অধিকর্তা পদ মর্যাদার WBAS (Admn.) আধিকারিককে যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা পদে নিয়োগের আদেশনামা প্রকাশিত হল গত ১০ই জুলাই ২০১৮।

৪) গত ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হল একজন WBAS (Admn.) আধিকারিকের WBSSC-তে ডেপুটেশন বদলীর আদেশনামা।

৫) সম্প্রতি প্রকাশিত হল কৃষি অধিকারের গবেষণা শাখার অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) ও যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) পদ দুটিতে নিয়োগের আদেশনামা।

৬) সাট্সার প্রতিটি জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'কৃষি রবি ২০১৯'-এর জেলা পর্যায়ের নির্বাচন প্রক্রিয়া।

৩য় সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

শ্রী সুজন কুমার সেন, দপ্তর সম্পাদক, সাট্সা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন যে HRMS পোর্টালে প্রতিটি DDO-এর অধীনে সদস্যদের ট্যাগিং এর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এ ব্যাপারে জেলা সম্পাদকদের নজর দেবার অনুরোধ তিনি করেন। SAR প্রসঙ্গে তিনি সকলকে অবহিত করে বলেন যে সঠিক চ্যানেল সৃষ্টির পরেই এই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। বদলি সংক্রান্ত প্রস্তাবে আধিকারিক সদস্যের সম্পূর্ণ বায়োডাটা না থাকলে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে না বলেও তিনি জেলা সম্পাদকদের জানান।

শ্রী দেবাশিষ মাইতির নতুন সদস্য পদের আবেদনপত্র তিনি সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। এছাড়াও গবেষণা শাখার নিম্ন তালিকাভুক্ত আধিকারিকদের সদস্যপদ বজায় রাখার আবেদন তিনি অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন।

১. দিলীপ পাত্র - হুগলী/গবেষণা, ২. পার্থ রায়চৌধুরী - জলপাইগুড়ি/গবেষণা, ৩. সুমন দেবনাথ - মালদা/গবেষণা, ৪. শমীক আদক - পশ্চিম মেদিনীপুর/গবেষণা, ৫. সুকান্ত চক্রবর্তী - পশ্চিম মেদিনীপুর/গবেষণা, ৬. শ্রীমতী শুভ্রা সামাত - পশ্চিম মেদিনীপুর/গবেষণা।

শ্রী সুমন সেন, যুগ্ম সম্পাদক (প্রেস ও পাবলিসিটি) সভাকে সাট্সা ওয়েব সাইটের আশু কিছু পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি সাট্সা বুলেটিনের প্রকাশনা গুলি সময় মতো হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন ও জেলা সম্পাদকদের কৃষি পুস্তিকার চাহিদার তালিকা প্রয়োজনের অন্ততঃ ২০ দিন আগে জানানোর অনুরোধ করেন। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের কৃষি পুস্তিকার চাহিদার তালিকা নভেম্বর ২০১৮-এর মধ্যে জমা দেওয়ার অনুরোধ তিনি জানান।

শ্রী শক্তি ভদ্র, যুগ্ম সম্পাদক (এস্ট্যাবলিশ্মেন্ট) সভাতে জানান ৮২ জন সদস্যসের ১৬ বছরের MCAS-এর কাজ চলছে এবং শীঘ্রই এ সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হবে। এছাড়াও ৪০ জন সদস্যের ১৬ বছরের MCAS-এর আদেশনামাও পূজোর আগেই প্রকাশিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতির জন্য SAR-এর জমা পড়া জরুরী বলে উপস্থিত সদস্যদের সতর্ক করেন। অতঃপর তিনি PMKSY-প্রকল্পের অধীনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত WDT সদস্যদের ভবিতব্য নিয়েও আলোচনা করেন।

শ্রী স্বরূপ চৌধুরী যুগ্ম সম্পাদক (আইন বিষয়ক) সংগঠনের তরফে করা কোর্ট কেসের বর্তমান অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ দেন। Capital out lay -এর অধীনে নির্মানের প্রস্তাব (DPR) পাঠানোর সময় প্রস্তাবিত খরচের পরিমান বাস্তবসম্মত রাখার জন্য তিনি জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ জানান।

কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ, শ্রী গৌতম মন্ডল, সভাতে জানান ২০১৭-১৮ অর্থ বর্ষের অডিট রিপোর্ট দশটি জেলা থেকে পাওয়া গেছে। অন্যান্য জেলাগুলিকে অতি সত্ত্বর রিপোর্ট জমা দেবার অনুরোধ তিনি করেন। এরপর তিনি বিগত কয়েক বছরের অডিট রিপোর্টে দশমিক মাত্রায় ক্লোজিং ব্যালান্স থেকে যাচ্ছে বলে জানিয়ে সভাতে ঐ দশমিক সংখ্যাটিকে নিকটবর্ত্তী পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করার অনুমোদন প্রার্থনা করেন।

শ্রী শরদিন্দু পাল, হিসাব রক্ষক, আয়কর রিটার্ন জমা সংক্রান্ত কিছু অসুবিধার কথা তুলে ধরেন, এছাড়াও তিনি কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সংস্থাকে দিয়ে সব জেলা শাখাগুলির অডিট করানোর প্রস্তাবও দেন। SDRF প্রকল্প রূপায়নে সদস্যদের সমস্যাগুলিও তিনি সভায় ব্যক্ত করেন—এ ব্যাপারে SDRF প্রকল্পের নিয়মাবলীতে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

শ্রী তপন কুমার সরকার, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গে ধান রোপণ যন্ত্রের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করে বলেন দক্ষিণবঙ্গেও এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। জমিতে নাড়া পোড়ানোর ক্ষতিকারক দিকগুলি জনসাধারনের মধ্যে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন।

শ্রী গৌতম মন্ডল (জুনিয়র) সদস্য CEC রাজ্যে কৃষক বন্ধুদের মধ্যে SDRF ও BFBY প্রকল্প দুটির মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বিভ্রান্তির উল্লেখ করে বলেন, এতে কৃষি অধিকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

শ্রী সুকান্ত দাশগুপ্ত, সদস্য CEC দপ্তরের ঢিলেমিতে বীজ সংশিতকরণ শাখা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা সভায় তুলে ধরেন। জৈব বীজের শংসিতকরণের দায়িত্ব ভারত সরকার WBSSCA এর উপর ন্যাস্ত করলেও, কৃষি দপ্তর এ ব্যাপারে সরকারী আদেশনামা প্রকাশে সচেষ্ট নয়। বীজ সংশিতকরণ শাখার পরিকাঠামোগত উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শ্রী সুরজিৎ রায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশিত পথে সুচারুরূপে কাজ করার জন্য সকল সাধারণ সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান।

CEC-র সদস্য শ্রী অভিষেক বসাক সমস্ত ধরনের সরকারী নির্দেশ, লিখিত সিদ্ধান্ত হিসাবে সকলের কাছে পৌঁছানো উচিৎ বলে মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও সব ধরনের কার্যকলাপের সঠিক তথ্য প্রমাণাদি সংরক্ষণ করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। UCS-এর সরকারী আদেশনামা প্রকাশের সময় DDA (SCP) ও DDA (SC) (HQ) পদ দুটির অবলুপ্তির বিষয়টিতেও তিনি আলোকপাত করেন।

শ্রী প্রভু নারায়ণ বাসনেট্ সদস্য CEC, গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশের ব্যাপারে সংগঠনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সদিচ্ছার প্রশংসা করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তার জেলায় উপ কৃষি অধিকর্তার তরফে অসহযোগিতার অভিযোগও জানান।

শ্রী মানস ওঝা, সদস্য CEC, মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর, সভাপতি, জেলা সম্পাদকদের তাদের জেলা সংক্রান্ত বক্তব্য পেশ করার অনুরোধ জানান।

শ্রী গণেশ খানাল, জেলা সম্পাদক দার্জিলিং, তার জেলায় সামান্য তহবিল থাকায়, অডিট রিপোর্টের বদলে আয়-ব্যয়ের খতিয়ান জমা নেবার অনুরোধ জানন। শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ, জেলা সম্পাদক, বর্ধমান জেলা, কৃষি অধিকরণের কিছু পদের পূণর্বিন্যাসের প্রস্তাব দেন এবং এ প্রসঙ্গে যুগ্ম কৃষির অধিকর্তা (বর্ধমান রেঞ্জ)-এর করণে অডিট পর্যবেক্ষণে কিছু নেতিবাচক মন্তব্যের উল্লেখ করেন। শ্রী অনির্বাণ লাহিড়ি, জেলা সম্পাদক দঃ দিনাজপুর, ATMA-র কর্মচারী সংগঠনের তরফে কৃষি সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশনার বিষয়টি সকলের দৃষ্টিগোচর করেন। শ্রী দুলাল দাস অধিকারী, জেলা সম্পাদক পশ্চিম মেদিনীপুর তার জেলায় পৃথক বীজ সংশিতকরণ শাখা থাকা জরুরী বলে জানান। বীরভূমের জেলা সম্পাদক, সাধারণ সদস্যরা SDRF ও BFBY প্রকল্পের কাজে প্রশাসনের তরফ থেকে যে প্রতিকুলতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা তুলে ধরেন। পুরুলিয়ার জেলা সম্পাদক KCC প্রকল্পের কাজে সদস্যদের অস্বস্তিকর অবস্থার উল্লেখ করেন। ব্লক কৃষি করনে টেলিফোন সংযোগ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট আদেশনামা তার জেলায় না থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন শ্রী শঙ্কর দাস জেলা সম্পাদক, বাঁকুড়া। জেলা সম্পাদক, দঃ ২৪ পরগণা ভর্ত্তুকীতে হলিডে হোম পরিচালনার বিষয়টি পরবর্ত্তীতে ভাবার বিষয় বলে উল্লেখ করেন। কলকাতা জেলার জেলা সম্পাদক, সাট্সা ভবন ব্যবহারকারী সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলী তৈয়ারীর উপর জোর দেন। অন্যান্য জেলা সম্পাদকগণও নিজ নিজ জেলার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

সর্বশেষে সভা সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন।

১) পূর্ব প্রস্তাবিত ৭ জন গবেষণা শাখার আধিকারিকের সংগঠনের সদস্যপদ বজায় রাখা হল।

২) শ্রী দেবাশীষ মাইতি, পূর্ব মেদিনীপুর, কে নতুন সদস্যপদ প্রদান করা হল।

৩) অডিট রিপোর্টের ক্লোজিং ব্যালেন্সে দশমিক সংখ্যাকে নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করার অনুমোদন দেওয়া হল।

৪) ব্যাঙ্কে ১১ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানতের পূণর্নবীকরণ ও নতুন ১০ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত তৈয়ারী করার অনুমোদন দেওয়া হল।

৫) মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখার সমস্যাগুলি নিয়ে পৃথক সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

৬) সাট্সা ভবন ব্যবহারকারীদের জন্য পালনীয় নিয়মাবলী চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

৭) আগামী দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখার সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়।

৮) SAT থেকে সঠিক বিচার না পাওয়া গেলে, High Court -এর দ্বারস্থ হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হল।

৯) মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর কাছে, BDO অফিসে যে সকল AAEO পদে কর্মরত আধিকারিক আছেন, তাদেরকে কৃষি দপ্তরে ফেরৎ আনার দাবী সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

১০) সাট্সা 'Annual Technical Issue' -র ২৩ নং সংখ্যার বিষয় হবে---CONSERVATION TECHNOLOGIES FOR SMART AGRICULTURE'।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

জেলার খবর : বাঁকুড়া

সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে গত ৬ই অক্টোবর ২০১৮ তারিখে সাট্সা বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দুটি কর্মসূচী। ভড়া কমিউনিটি হলে সুস্থায়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলু বীজ তৈয়ারী ও বীজ শোধন সংক্রান্ত আলোচনা সভাটি সংগঠিত হল সকাল ১১টায়। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে 'স্বামী রাসবিহারী দাস' কাটিয়াবাবা বৃদ্ধালয়ে সুসংহত পুষ্টি বাগান ও বিজ্ঞান সম্মত পরিচর্যার সঙ্গে আবাসিকবৃন্দের মধ্যে বস্ত্র দান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসুচী পালিত হল। সাট্সার সদস্যবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রী শুভাশিষ বটব্যাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

'কৃষি রবি ২০১৯'-এর অঞ্চলভিত্তিক চূড়ান্ত নির্বাচন

অঞ্চলভিত্তিক (zone wise) 'কৃষি রবি ২০১৯' এর চূড়ান্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হল গত ৩রা নভেম্বর ২০১৮ তারিখে শিলিগুড়িতে, উত্তরাঞ্চলের (Northern Zone) নির্বাচনের মাধ্যমে। ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে

বর্ধমানে মধ্যাঞ্চলের (Central Zone) নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়ে এই কাজ শুরু হয় এবং যথাক্রমে ৩০/৯/২০১৮ তারিখে বাঁকুড়াতে পশ্চিমাঞ্চলের (Western Zone) ও ৬/১০/২০১৮ তারিখে হাওড়াতে দক্ষিণাঞ্চলের (Southern Zone) নির্বাচন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়, সংশ্লিষ্ট জেলা শাখাগুলির ব্যবস্থাপনায়।

কেন্দ্রীয় স্তরে গঠিত একটি নির্বাচক মন্ডলী প্রতিটি অঞ্চলের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জেলাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা/গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তুল্যমূল্য বিচার করেন।

প্রতিটি অঞ্চল (Zone) থেকে নির্বাচিত একটি করে সংস্থা/গোষ্ঠীকে 'কৃষি রবি ২০১৯' রূপে পুরস্কৃত করা হবে সাট্সার আগামী দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায়।

ঘন সরিষা পাতলা রাই। নেভে নেভে কাপাস তাই।।
কাপাস বলে, কোষ্টা ভাই। তফাৎ তফাৎ থেকো ভাই।। —খনা

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী সন্দীপ্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত।